بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

কুরআন মুমিনের প্রেম, মুমিনের ব্যাকুল হৃদয়ের ভালোবাসা। কুরআন রবের সাথে মানবের সেতুবন্ধন। কুরআন রহমানের কালাম—নশ্বর ধরার বুকে স্রষ্টার অবিনশ্বর পয়গাম। কুরআন আঁধারে ঘেরা বিশ্বজগতের দীপ্ত সূর্য—যুগযুগান্তরে বিলিয়ে যায় হিদায়াতের আলোকপত্র। কুরআন মহিমান্বিত দূত জিবরিলের বয়ে আনা আসমানি আলো। কুরআন প্রিয় নবির জীবন্ত স্মৃতি, সহস্রাব্দের পথপরিক্রমায় বিশ্বমানবতার জাগ্রত রাহবার। কুরআন উদ্বাস্তু মানবজাতির বাস্তুভিটায় ফেরার অমূল্য মানচিত্র। আজ দেড় হাজার বছর পরেও কুরআন দিয়ে যায় মাতৃভূমি জান্নাতে ফেরার মধুমাখা ডাক।

মুসলিম উম্মাহর এই দুর্দিনে একমাত্র কুরআনুল কারিমই পারে উম্মাহকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমরা কুরআনকে ভুলে গেছি। কুরআনের সঠিক মূল্যায়ন করতে আমরা বরাবরই ব্যর্থ হয়েছি। তাই তো শতাব্দীব্যাপী লাঞ্ছনার পরও আমরা উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছি মুক্তির নেশায়—কিন্তু মুক্তি যেন সদূর পরাহত। কুরআনকে অবহেলা করে কীভাবে আমরা মুক্তির স্বপ্ন দেখতে পারি?

***

আপনার হাতের বইটি কুরআনুল কারিম নিয়ে। নাম দেখেই বোঝা যায় বইটি কী বলতে চায়। বইটির মূল আরবি নাম : (اَلْمُشَوِّقُ إِلَى الْقُرآنِ) বা 'কুরআনের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টিকারী।' বাংলা সংস্করণে আমরা এর নাম রেখেছি, 'কুরআন-প্রেমে ব্যাকুল হৃদয়'। শাইখ আমর আশ-শারকাবি হাফিজাহুল্লাহ রচিত এই মূল্যবান বইটি আপনার হৃদয়ে সঞ্চারিত করবে কুরআনের ভালোবাসা, জোগাবে কুরআনের আলোয় আলোকিত হওয়ার অনুপ্রেরণা। কেবল উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হবে না, আপনাকে শেখাবে কুরআনের সাহচর্যে যাওয়ার এবং কুরআন থেকে উপকৃত হওয়ার কার্যকর পথ ও পন্থা।

শাইখ আমর আশ-শারকাবি একজন কুরআন-গবেষক। কুরআন নিয়ে তাঁর অনেক গবেষণামূলক রচনা, প্রবন্ধ ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। 'কুরআন-প্রেমে ব্যাকুল হৃদয়' বইটি তাঁর দীর্ঘ পড়াশোনা ও গবেষণার ফসল। তাই বইটি যেকোনো কুরআনপ্রেমীর জন্য হতে পারে আলোকবর্তিকা। কুরআনের তরজামা, তাফসির, তাদাব্বুর, তাদারুস ইত্যাদির ব্যাপারে যারা কার্যকর দিক-নির্দেশনা লাভ করতে চান, এটি তাদের জন্য একটি মূল্যবান গাইডবুক।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, বইটিকে নিখুঁত ও সুন্দর করে তুলতে। তবুও মানুষ হিসেবে আমরা ভুলের ঊর্ধ্বে নই। তাই বিজ্ঞ পাঠক যদি কোনো ভুলের ব্যাপারে অবগত হন, তবে আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ আমরা শুধরে নেব। আর আপনিও অশেষ সাওয়াবের ভাগীদার হবেন।

পরিশেষে আমরা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে করজোড়ে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এই ছোট্ট মেহনতকে কবুল করেন এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম প্রতিদান দেন (আমিন)।

- আব্দুল্লাহ ইউসুফ

কুরআনে আছে জীবনকে আলোকিত করার অমিত সম্ভাবনাময় জ্বালানি। জীবনের অন্ধকারে যদি একবার কুরআনের আলো জ্বালাতে পারো, তবে তোমার জন্য খুলে যাবে কল্যাণের সকল দুয়ার। তাই কুরআনের কাছে এসো, কুরআনের সাথে থাকো...

কুরআনের অনেক রহস্য আছে, অনেক গোপন ভেদ আছে। এসব কেবল তারাই জানতে পারে, যারা দীর্ঘ সময় কুরআনের সাহচর্যে কাটায়।

﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾

'এ কুরআন অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ।' [সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪১।]

কুরআন বোঝার জন্য যে জন কষ্ট-সাধনা করে না, গোপন গুনাহ তাকে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সে কুরআনের আলোয় আলোকিত হতে পারে না।

সূচিপত্র

অবতরণিকা ১১

কুরআন এক মহিমান্বিত কিতাব ১৫

কুরআনের ইতিহাস নিয়ে কিছু মৌলিক কথা ২৯

কুরআন সর্বরোগের প্রতিষেধক ৩৯

কুরআনের সান্নিধ্য গ্রহণ করো ৪৩

আমি যেন কুরআন তিলাওয়াত করি ৬৫

যে ইলম চায়, সে যেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করে ৮১

কুরআন হোক আমার অন্তরের বসন্ত ৯৫

আলোর আসর ১০১

কুরআন তোমার পক্ষে প্রমাণ অথবা তোমার বিপক্ষে ১১৩

আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী ১১৭

তোমাদের হৃদয় যদি পবিত্র হতো,
তবে কুরআন পড়ে কখনোই তৃপ্ত হতে পারতে না ১২৯

চয়নিকা ১৭৯

পরিশিষ্ট : এক

১. তাফসিরশাস্ত্র বিষয়ে একটি প্রশ্ন ২২৯

পরিশিষ্ট : দুই

২. উলুমুল কুরআন ও উসুলুত তাফসিরের মানহাজ ২৩৯

পরিশিষ্ট : তিন

৩. সমকালীন শ্রেষ্ঠ তাফসির-গ্রন্থ ও উলুমুল কুরআন-বিষয়ক রচনা ২৪৩

উপসংহার ২৪৭

অবতরণিকা

বিক্ষিপ্ত কিছু লেখার সংকলন এটি। অনেক দিন থেকেই লিখে আসছি। এ লেখা কিছু চিন্তা-গবেষণার ফলাফল, আবার কিছু মনে উদয় হওয়া ভাবের বহিঃপ্রকাশ। সব লেখার উদ্দেশ্য একটাই—মানুষকে আল্লাহর বাণীর দিকে আগ্রহী করে তোলা। আল্লাহর কিতাব, সম্মানিত মহিমাময়। বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না—না সামনে থেকে, না পেছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

এ কথাগুলো সমর্পিত প্রত্যেক কুরআন-প্রেমিকের প্রতি। যেন তাদের হৃদয়ের মাঝে ভালোবাসার সাথে নতুন ভালোবাসার যোগ হয়। সাথে সাথে এ কথাগুলো কুরআন থেকে দূরে থাকা মানুষগুলোর প্রতি। যেন তারাও ভালোবাসার সন্ধান পেয়ে কুরআনের কাছে আসে।

এ বইটির উদ্দেশ্য কুরআন-পাঠকের মনে আগ্রহ-উদ্দীপনার মশাল জ্বালানো। যাতে কুরআন-পাঠক আল্লাহর কিতাবের প্রতি আরও বেশি অগ্রসর হতে পারে। বইতে আমি আলিমদের কথা তুলে ধরেছি, তুলে ধরেছি মহান সালাফের কথা। তাদের কথা আমাদের সাহস জোগাবে, উৎসাহ দেবে। মহিমাময় গ্রন্থের সাথে আমাদের দূরত্বকে ঘুচিয়ে দেবে।

আজ এ সময়ে কুরআনের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি বেড়ে গেছে। কুরআন অন্তরের শিফা। মনের সব কামনাবাসনা, সন্দেহ-সংশয়ের চিকিৎসা। কুরআন প্রত্যেক বস্তুকে তার স্বরূপে তুলে ধরে বিধায় এটি জ্ঞান, বোধ ও অনুভূতি ধ্বংসকারী ভয়াবহ রোগের নিরাময়।

কুরআনে রয়েছে ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ, মন্দ কাজের ব্যাপারে সতর্কীকরণ, আছে শিক্ষণীয় ঘটনা—যার মাধ্যমে অন্তর হয় পরিশুদ্ধ, হৃদয়

আগ্রহী হয় উপকারী কাজের প্রতি, নির্মোহ হয় ক্ষতিকর কাজ থেকে। ফলে সে অন্তর হিদায়াতকে ভালোবাসে আর গোমরাহিকে অপছন্দ করে। মানুষের অন্তরে কুরআন ফুলের বাগান রচনা করে।

এ উদাহরণটিতে একটি সত্য ফুটে উঠেছে : এক পিঁপড়ে ছিল। একদিন হজ করবে বলে যাত্রা শুরু করল আল্লাহর ঘরের দিকে পৃথিবীর দূরের এক প্রান্ত থেকে! তাকে বলা হলো, 'কীভাবে হজ করবে তুমি? তুমি তো একটা পিঁপড়া মাত্র! হজ পর্যন্ত যাওয়ার আগে তুমি পথেই মারা পড়বে।' পিঁপড়াটি বলল, 'যদি পথে মারা যাই, তবে তো আমি হজের পথেই মরলাম!'

কুরআন সারা জীবনের সাধনা। একজন বান্দার পুরো জীবনের সঙ্গী, পুরো জীবনের পরিকল্পনা। যত দিন না কেউ তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করছে, ততদিন কুরআন তার সঙ্গী। কুরআন তো রাসুল ﷺ-এর জীবনের ২৩টি বছর ধরে নাজিল হওয়া ওহির সুগ্রন্থিত রূপ। তবে কেন এ মহান উদ্দেশ্য হবে না আমাদের, কেন এ মহৎ উদ্দেশ্য হবে না যে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কুরআন সব সময় আমাদের সঙ্গী থাকবে!

কুরআন কাউকে যেচে কিছু দেয় না। কুরআন-পাঠক আগ্রহী হলে, চেষ্টা করলে, তবেই কুরআন তাকে ইমানি আলোয় আলোকিত করে।

উম্মাহর সাহসী যুবকরা, এই যে কুরআন তোমাদের ডাকছে!... আর উম্মাহ তোমাদের সাধনার দিকে তাকিয়ে আছে!...

এ মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে কে এগিয়ে আসবে? কে আছে? কে আছে দ্বীনের এ দায়িত্ব বহন করার, আলোকিত মানুষদের সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার? কে আছে দ্বীনের এ আহ্বানকে হতাশাগ্রস্তদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার? কত মানুষই তো হতাশায় রয়েছে সারা পৃথিবীজুড়ে! কে খুলবে কুরআনের জন্য তার হৃদয়ের দুয়ার? কে জ্বালাবে নিজ হৃদয়ে আল্লাহকে জানা ও মানার আগ্রহের মশাল? যে এগিয়ে আসবে, আশা করি সে কুরআনের বাহকদের কাতারের একজন হবে, কামনাবাসনা ও সন্দেহ-সংশয়ে নিমজ্জিত লক্ষ-কোটি মানুষের মুক্তির মাধ্যম হবে সে। কে আছে এমন? কে আছে যে স্থিরচিত্তে আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর হাতে হাত রেখে মহিমাময় গ্রন্থকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরার শপথ

নেবে? কুরআনের আহ্বান পৌঁছে দেওয়ার সুকঠিন ও মহান দাওয়াতি কাজের দায়িত্ব নেবে কে? 'লাব্বাইক ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলে কে রাসুলের আহ্বানে সাড়া দেবে? কে আছে কুরআনের হক আদায় করবে? হেরার আলো ছড়িয়ে দিতে, নবিদের মিরাস বহন করতে কে এগিয়ে আসবে? কারা এই আয়াতের মর্মকে ধারণ করবে?

﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللهَ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا﴾

'তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করত এবং তাঁকে ভয় করত, আর আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করত না। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।'[১]

আল্লাহর কোনো সত্যিকার বান্দা আছে কি, যে দ্বীনের পথে জীবন বিলিয়ে দেবে? আল্লাহর বাণী শিখবে এবং প্রচার করবে? আশা করি সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়তে পারবে। তার জন্য কল্যাণের দুয়ার খুলে দেবেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। সে প্রভূত কল্যাণের অধিকারী হবে।

﴿إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾

'আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সবকিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।'[২-৩]

অবতরণিকার ইতি টানব আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করে যে, তিনি যেন আমাদের এ কাজকে উত্তমরূপে কবুল করেন। এ কাজের মাধ্যমে সবাইকে উপকৃত করেন। আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি, এ বইটি প্রকাশের পেছনে যত মানুষের অংশগ্রহণ রয়েছে, তিনি যেন তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করেন। আর তিনি যেন আমাদের সবার অন্তরে কুরআনের বসন্ত বইয়ে

১. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৩৯।
২. সুরা আত-তালাক, ৬৫ : ৩।
৩. হাজিহি রিসালাতুল কুরআন, শাইখ ফরিদ আনসারি।

দেন, আমাদের দৃষ্টি আলোকিত করেন, আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তিনিই আমাদের অভিভাবক। তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।

রচনায়

আমর সুবহি আলি আশ-শারকাবি

amr.alsharqawi@gmail.com

@AmrAlsharqawi

কুরআন এক মহিমান্বিত কিতাব

ফুজাইল বিন ইয়াজ ছিলেন একজন চোর। আবিওয়ারদ-সারাখসের পথে মানুষের জিনিসপত্র লুট করতেন। তার তাওবার ঘটনাটি এ রকম : তিনি জনৈক নারীর প্রেমে পড়েন। একদিন দেয়াল টপকে প্রেমিকার কাছে যাওয়ার সময় তিনি শুনতে পান, এক ব্যক্তি তিলাওয়াত করছে :

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾

'যারা ইমান এনেছে, তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাজিল হয়েছে তার কারণে বিগলিত হওয়ার সময় হয়নি?'[৪]

এই আয়াত শুনে তিনি বলে উঠলেন, 'অবশ্যই, হে রব, সময় এসে গেছে!'

ফিরে এলেন ফুজাইল। সে রাতটি তিনি একটি ধ্বংসস্তূপের কাছে কাটালেন। সহসা সেখানে একদল পথিকের আবির্ভাব হলো। দলটির একটা অংশ বলছিল, 'আমরা যাত্রা অব্যাহত রাখব।' কিন্তু অপর অংশ বলছিল, 'আমরা সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। কারণ রাতে সফর করলে ফুজাইল-ডাকাতের খপ্পরে পড়তে হবে।' ফুজাইল বলেন, 'তাদের কথা শুনে আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। মনে মনে বললাম, রাতের বেলায় কত গুনাহই না করেছি আমি। আমার তাণ্ডবে মুসলিমরা ভয়ে তটস্থ। আল্লাহ তাআলা আমাকে এদের কথা শুনালেন, যেন

৪. সূরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ১৬।

আমি এসব কাজ থেকে বিরত থাকি। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং বাইতুল্লাহর সাহচর্য গ্রহণ করলাম।'

এ তাওবা ছিল কুরআনের একটি আয়াতের কারণে। এ আয়াত কুরআন ও ফুজাইলের মাঝে একটি বন্ধন সৃষ্টি করে দিল। এ বন্ধন তার মৃত্যু পর্যন্ত টিকে থাকল। কেবল এতটুকুই না। কুরআনের সাথে এ সম্পর্ক ফুজাইলের পর পরবর্তী প্রজন্মও পেল। বলছি কুরআন-শহিদ আলি বিন ফুজাইলের কথা![৫]

- কুরআন আল্লাহর কালাম, যা নাজিল হয়েছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর—মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসার জন্য, রবের আদেশে তাঁর পথে নিয়ে আসার জন্য।

  কুরআনের সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদার কারণ হলো, এটি আল্লাহর কালাম। আল্লাহর কিতাব কুরআন থেকে দূরে সরে, মর্যাদার আধার হতে দূরে থেকে ভিন্ন কিছুতে মন দেওয়া আমাদের জন্য উচিত নয়। তাই কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক ঠিক করতে হবে। যখন আমরা সম্পর্ক গড়ার ঘোষণা দেবো, সে মতে চলব, তখনই মূলত আমরা আত্মার মাঝে ভারসাম্যতা ও আত্মায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারব, যার ফলে আত্মার সাথে শরীরও শান্তি খুঁজে পাবে। পরিশুদ্ধির প্রথম রাস্তা এটাই।

- কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে, বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা। আগে যেমন তিলাওয়াত করতে সে রকম নয়। এমন তিলাওয়াত নয়, যে তিলাওয়াতে কুরআনের মর্মবাণী অন্তরে লাগে না। এমন তিলাওয়াত নয়, যে তিলাওয়াতে পুরস্কার কিংবা শাস্তির কথা অন্তরকে আন্দোলিত করে না। কুরআন তার শান অনুযায়ী যতটকু সময় নিতে চায়, তাকে নিতে দাও। সে সময়টুকু দিয়ে তিলাওয়াত করো। উপকৃত হবে। তাই এগিয়ে আসো। কৃপণতা থেকে সাবধান থাকো। তুমি কৃপণতা করলে তোমারই ক্ষতি!

---

৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৮/৪২৩।

কুরআন তিলাওয়াতের জন্য উৎকৃষ্ট সময় নির্ধারণ করতে হবে। যে সময়টাতে মনোযোগের সাথে তিলাওয়াত করতে পারবে, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম সময়।

▶ রাত জাগরণকারী অনুপম মানুষদের কুরআনের সাথে অন্তর জুড়ে দিয়ে রাত জেগে তিলাওয়াত করার কত ঘটনাই তো রয়েছে। যে কারণে আমাদেরকে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় সেটা হচ্ছে, পৃথিবীর নিয়মকে পাল্টে দেওয়া। রাত হচ্ছে রাত। আর দিন হচ্ছে দিন। তাই তুমি রাতের আঁধারে তোমার রবের সান্নিধ্যে আসো, যতটুকু কুরআন মুখস্থ পারো তিলাওয়াত করো, কুরআনকে সুযোগ দাও তোমার অন্তরকে নাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। এভাবে উম্মতের সে দলটির অন্তর্ভুক্ত হও, যে দলটি রাতের নির্জন প্রহরে তাদের রবের কিতাব তিলাওয়াত করে এবং এই কিতাবের রবকে সিজদা করে, ধীরে ধীরে তাঁর নৈকট্য হাসিল করে।

▶ কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি : কুরআন বোঝা। মানুষ যে কথা বুঝে না, সে কথায় মজা পায় না। তাই আল্লাহ তাআলা কুরআন বোঝার আদেশ করেছেন। আদেশ করেছেন কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করার জন্য। নিঃসন্দেহে জীবিত অন্তরগুলো কুরআনের মর্মবাণীর সাথে মিতালি গড়ে চলতে থাকে। আর যে অন্তরগুলো গুনাহর সাথে লড়ে যাচ্ছে, সেগুলো এখনো প্রথম পদক্ষেপেই আটকে আছে।

তবে তুমি হতাশ হয়ো না।...

যতই তুমি কুরআনের স্বাদ উপলব্ধি করতে থাকবে, যতই তুমি কুরআন পড়তে থাকবে, তোমার অন্তর পরিশোধিত হতে থাকবে, বিরাজমান অন্ধকার কেটে যাবে, কুরআনের আলো জায়গা করে নেবে সেখানে।

যখন তুমি কোনো জায়গাকে পরিষ্কার করে ফেলো, সে জায়গাতে পবিত্র কিছু রাখা যায় অনায়াসে। তেমনই যখন তুমি অন্তরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে ফেলবে, সেখানে কুরআনের নুর অনায়াসে জায়গা করে নিতে পারবে। এভাবে একসময় পূর্ণ আলো গ্রহণে পূর্ণ স্বাদ পাবে। পাপের দাগ কেটে যাওয়ার পর কুরআনের পূর্ণ আলো পাবে।

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বুঝতে পারে না যে, তার গাফিলতি ও গুনাহর পর এখন তাকে দীর্ঘ সাধনা করতে হবে এবং দীর্ঘ সময় ধরে ধৈর্যধারণ করতে হবে, কুরআনের স্বাদ নিতে হবে, নামাজের মাঝে কুরআনের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

সত্যিকার বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি, যে ব্যক্তি এটা মনে রাখে এবং নিজের অন্তরের পরিশুদ্ধির জন্য সাধনা করে, অন্তরকে পরিষ্কার রাখে; চাই এতে যত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হোক না কেন।

তাই কুরআন বোঝার চেষ্টা করো। অন্তত একটি সংক্ষিপ্ত তাফসির-গ্রন্থ হলেও পড়ো। এভাবে প্রথম পদক্ষেপটি সফল করতে এগিয়ে আসো।

▶ কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ার আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে কুরআনপ্রেমীদের সাহচর্য গ্রহণ করা। কুরআনের দানে নিজেদের সিক্ত করতে কুরআন নিয়ে সবাই মিলে পর্যালোচনা করবে। হাদিসে এসেছে, '... যে মানুষেরা আল্লাহর কোনো ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে, কুরআন নিয়ে পর্যালোচনা করে তাদের ওপর সাকিনা নাজিল হয়, রহমত তাদেরকে ঘিরে নেয়, ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে রাখে, আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের কাছে তাদের কথা তুলে ধরেন।...'[৬]

এমন মজলিশে কুরআনের মর্মবাণী পরিষ্কার হয়। যে ব্যক্তি কুরআন বোঝার জন্য চেষ্টা করে না, তার গোপন গুনাহ তাকে পুড়িয়ে দেয়। ফলে কুরআনের নুর সে পায় না।

▶ আমাদের এমন একদল মানুষ দরকার, যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দেবে, যারা আল্লাহর রাসুলের দেখানো পথে চলবে, কুরআনের পথে চলতে গিয়ে তারা নানান দুর্যোগ-দুর্দশা সহ্য করবে, কুরআনের চরিত্রে চরিত্রবান হবে, কুরআনের মানহাজ প্রতিষ্ঠা করবে, কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করবে। এরপর তারা কুরআনের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য কুরআন নিয়ে মজলিশ করবে, পর্যালোচনাসভা করবে, কুরআন নিয়ে চিন্তা করবে, তাদাব্বুর করবে।

---

৬. সহিহ মুসলিম : ২৬৯৯।

▶ যেমন : কুরআনের পরিচয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে 'এটি জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর কালাম।' কুরআন সদা জীবিত ও প্রাণবন্ত। এটি কখনো জীর্ণ হবে না। কখনো মরে যাবে না। কিন্তু আমরা মরে যাব; নাই হয়ে যাব; আমাদের ইমান জীর্ণ হয়ে যাবে, যদি আমরা কুরআনের সাথে নিজেদের অন্তর জুড়ে না দিই।

অন্যদিকে ওহির অপর নাম জীবন!

কুরআনুল কারিমের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় ওহি বিশেষণটি সবার আগে আসে। ওহি সবচেয়ে গুরুত্ববহ কষ্টিপাথর, যার মাধ্যমে আমরা কুরআনের আয়াতগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করি। কুরআনুল কারিমের প্রতি আমরা মর্যাদার সাথে আচরণ করি, কারণ এটি ওহি, আল্লাহর নাজিলকৃত, আল্লাহর বাণী। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলদের ওপর নাজিল করেছেন এ ওহি...

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾

'কোনো মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহির মাধ্যম ছাড়া, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতীত, অথবা এমন দূত প্রেরণ ছাড়া, যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করে। তিনি সমুন্নত প্রজ্ঞাময়।'[৭]

এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। কুরআন ওহি হওয়ার অর্থ হচ্ছে কুরআন এমন একটি মিরাজ বা ঊর্ধ্বারোহণের সোপান, যার মাধ্যমে কুরআন-পাঠক কুরআনি আসমানে বিচরণ করে!

এ বিশেষ বিশেষণটি কুরআনের সত্তার সাথে মিশে আছে। এর মাধ্যমেই আমরা পাই কুরআনের আলো। এর কারণেই কুরআন থেকে আমরা ইমানি মর্মবাণী ও রবের অবতারিত বার্তা পাই। এর মাধ্যমেই আমরা তাঁর সৌন্দর্য ও মহিমা অবলোকন করতে পারি। কুরআন! কুরআন জীবন্ত, প্রবহমান ঝরনা।

---

৭. সুরা আশ-শুরা, ৪২ : ৫১।

কুরআন ওহি হওয়ার বিষয়টি কেবল ঐতিহাসিকই নয়। এমন নয় যে, কুরআনের ওহি বিশেষণটি ইতিহাসের পরিক্রমণে চলে গেছে। বরং ওহি বিশেষণটি কুরআনের সত্তাগত। সর্বদা কুরআনের এ বৈশিষ্ট্যটি থাকবে কুরআনের সাথে।

মুশকিল হচ্ছে আমরা যখন কুরআন তিলাওয়াত করি, তখন অবচেতনে এমন একটা মাইন্ডসেট নিয়ে বসি যে, ওহি শব্দটাকে অতীতকালের সাথে জুড়ে দিই সম্পূর্ণরূপে। অথচ কুরআনের ওহি নামক বৈশিষ্ট্যটি এখনো বিরাজমান। কুরআনের সে নুর এখনো বর্তমান। কুরআনের সে রুহ এখনো সজীব। কুরআনের পরতে পরতে এখনো সে আলোর ঝরনা প্রবহমান।

রাসুল ﷺ-এর প্রাণ কবজ হওয়ার পর ঐতিহাসিক ওহি বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ যেকোনো স্থান ও সময়ে জিবরিল ﷺ-এর মাধ্যমে ওহি নাজিল হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কুরআনি ওহি তো আছে! কুরআন বলি আর ওহি বলি, দুটো তো একই কথা! ওহি তো কুরআনের একটি বিশেষণবাচক নাম। যেমন আল্লাহ বলেন :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ ﴾

'বলুন, আমি তোমাদেরকে ওহি দ্বারাই সতর্ক করি।'[৮]

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾

'কুরআন ওহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।'[৯]

আল্লাহ তাআলা কুরআনকে ওহি নামটি দিয়েছেন, কারণ এটি ওহির মাধ্যমে নাজিল হয়েছে। তিনি বলেন :

﴿ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾

'আর এ কুরআন আমার প্রতি নাজিল করা হয়েছে, যাতে আমি তার সাহায্যে তোমাদেরকে আর যাদের কাছে তা পৌঁছবে তাদেরকে সতর্ক করি।'[১০]

---

৮. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৪৫।
৯. সুরা আন-নাজম, ৫৩ : ৪।
১০. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১৯।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে ওহি বলে দুটি জিনিসকে বোঝানো হয়। একটি হলো আসমান থেকে আল্লাহর বাণী নাজিলের প্রক্রিয়া। আরেকটি হলো, নাজিলকৃত সেই বাণী। এই বাণী হলো কুরআন, যা কখনো হারিয়ে যাবে না।

কেউ বলতে পারেন, 'এসব তো স্পষ্ট বোঝাই যাচ্ছে, তাহলে এত আয়োজন করে বোঝানোর কী আছে?' আমি বলি, হ্যাঁ। সব তো স্পষ্টই। কিন্তু আমরা এসব সহজ বিষয় ভুলে গিয়ে কুরআনের পথের অনুসরণ করি না।... আমাদের এ আধুনিক প্রজন্মের সমস্যা হচ্ছে আধুনিকতার করাল থাবায় তাদের কমন সেন্স বা সহজে বোধগম্য বিষয়গুলোও বোঝার বাইরে চলে যাচ্ছে, আধুনিকতা তাদের সাধারণ জ্ঞানও লোপ করে দিচ্ছে। তাই আবার নতুন করে কেবল কুরআন শব্দটিই নয়; বরং দ্বীন শব্দটিরও পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ পেশ করা দরকার বোধ করি।

ওহি কুরআনের সুসাব্যস্ত বিশেষণ। এ বৈশিষ্ট্যটি কুরআন থেকে কখনো পৃথক হবে না। নুর ও রুহ—এ দুটি কুরআনের বৈশিষ্ট্য। কুরআনের প্রতিটি শব্দের মাঝে সুপ্ত আছে জীবন ও সজীবতা। কিন্তু সদা উজ্জ্বল এই প্রবাহ কেবল মুমিনরাই দেখতে পায়।

কেমন সে ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি? কতটা অভিনব?

বলি তবে। আকাশের ধূমকেতুর কথা ভেবে দেখো। জ্বলন্ত উল্কা আকাশ থেকে পৃথিবীতে আছড়ে পড়ে। আর সাথে করে নিয়ে আসে পৃথিবীর বাইরের অজানা ও অভিনব কত শত জ্ঞান। তার চেয়েও অভিনব এ ওহি। মূলত ওহির অভিনবত্বের সাথে ধূমকেতুর আনা অভিনবত্বের তুলনা চলে না। ওহি তো সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

কুরআনের মাঝে সব জ্ঞান আছে, যদি তুমি চিন্তা-গবেষণা করে দেখো, তবে দেখবে পুরো পৃথিবীর কতশত জ্ঞান আছে এখানে। এমন কত জ্ঞান উন্মোচিত রয়েছে এখানে—হাজারো আধুনিক মহাকাশ গবেষণাগারও যে বিষয়ে এখনো কিছুই জানে না। এখানে আছে নির্ভুল গাণিতিক সমীকরণ। আছে পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে আধুনিক সূত্রের সমাধান। কুরআনের এ শক্তি ও তেজ কখনো হারিয়ে যায়নি—যাবেও না।

কুরআনের এই জ্বলন্ত শিখা রহমতস্বরূপ মানুষের অগোচরে রাখা হয়েছে; তারা কেবল আলোটুকুই পায়—যাতে জীবনের অন্ধকার মরুতে পথ চলতে গিয়ে তারা নিষ্কম্প হাতে কুরআনের প্রদীপ ধারণ করতে পারে।

এ জমানায় কুরআন ও মানুষের উদাহরণ হচ্ছে সে তিন মুসাফির, যারা এক অন্ধকার রাতে মরুভূমিতে পথ হারিয়ে ফেলে! একে তো মরুভূমি, তার ওপর এমন অন্ধকার, যার শুরু-শেষ নেই, তার ওপর পথ হারিয়ে ফেলা...!

দিশেহারা হয়ে হতাশ হয়ে পড়ছিল তারা। হঠাৎ করে আকাশে একটি ধূমকেতু দেখা গেল। জ্বলন্ত আর আলোতে ভরপুর। রাতের আঁধার ছিঁড়ে আদিগন্ত আলোকিত করে ফেলছিল। একসময় জমিনে এসে আছড়ে পড়ে।

ধূমকেতুর ব্যাপারে তিন মুসাফির তিনটি অবস্থান গ্রহণ করল। প্রথমজন বিষয়টাকে গুরুত্ব দিল না। তার মতে এটা উদ্দেশ্যহীন। এমনিই আকাশ থেকে একটি ধূমকেতু খসে পড়ল। এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই।

অন্য দুজন দৌড়ে গেল সেদিকে। উল্কা পতনের জায়গায় পৌঁছে এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত পাথর সংগ্রহ করতে লাগল। কিন্তু সে পাথরগুলো দিয়ে দুজন দুরকম কাজ করল। একজন পাথরগুলোকে খুব পছন্দ করল। পাথরের সৌন্দর্য দেখে, এর উজ্জ্বল রং দেখে মুগ্ধ হলো। সে মনে মনে বলল, এ বিজন রাতের আঁধারে পাথরগুলোর সান্নিধ্য উপভোগ করবে সে। এ বলে সে তার পাথরগুলোকে থলেতে পুরে নিল। এ ছিল দ্বিতীয় মুসাফিরের কথা।

অন্যদিকে শেষ জন। সেও তার বন্ধুর মতোই পাথরগুলো দেখে হতভম্ব হয়। কিন্তু পাথর হাতে নিয়ে এ-হাত ও-হাত করতে লাগল। মনে মনে বলল, অজানা জগৎ থেকে আসা এ গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো অনেক গোপন রহস্যের ধারক। এমন ভয়ানকরূপে এর অবতরণ নিরর্থক নয় কোনোভাবেই। না, কোনোভাবেই নয়। কখনো না। এর মাঝে অবশ্যই কোনো প্রজ্ঞা নিহিত আছে। এরপর সে একটা পাথরের সাথে আরেকটা পাথরকে ঘষতে শুরু করল। একসময় পাথরে পাথরে ঘর্ষণের ফলে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেরুতে লাগল! লোকটা এ দেখে মহা আশ্চর্য। আগুন বেরুতে দেখে সে আরও বেশি পাথরে পাথর ঘষতে লাগল। ফলে আরও বেশি আগুন পেতে লাগল।

সেখানে ধীরে ধীরে উত্তাপ বাড়তে লাগল। একসময় দুই হাত ব্যথা হয়ে গেল। বরং প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে তার পুরো শরীরে প্রভাব পড়ল। কষ্ট যেন তার অন্তরে গিয়ে বিঁধল। তার হৃদকম্পন বাড়িয়ে দিল। কিন্তু সে ছিল ধৈর্যশীল। কষ্ট ও ব্যথা সত্ত্বেও একটা বিরাট সৌভাগ্য অর্জন করার অনুভূতিতে তার অন্তর আনন্দে ভরপুর ছিল। একটা অপার্থিব স্বাদ অনুভব করছিল সে। এ আনন্দ ভাষায় প্রকাশের মতো নয়। অল্প কিছু সময়েই সে কিছু পাথরকে আলোর প্রদীপে পরিণত করল।

এরপর সে আলো তার মাঝে প্রসারিত হলো। তার পুরো অবয়বটা আলোতে ভরপুর হলো। পাথরগুলো আকাশের তারকা হয়ে উঠল। যে তারকা জমিনে দীপ্তি ছড়াচ্ছিল। তার আলো তার অন্তরকে প্লাবিত করল। তাকে উন্নত করল। একসময় যেন সে আকাশে গিয়ে মিলল এমন অনুভূতি হলো।

লোকটা হতভম্ব চোখে তার কাছে আকাশের দিকে উঠে যাওয়া আলোর রশ্মি দেখতে ফেল। দিগন্ত পর্যন্ত পৌঁছতেই তার সামনে মরুভূমির মানচিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠল। একবারে স্পষ্ট হয়ে গেল তার চলার পথ। তার রাতও দিনের মতো স্পষ্ট হলো। এমন পথ থেকে কেবল পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই অন্য পথে যায়। তার অন্তর পুলকে ভরে উঠল। ফলে সে চিৎকার করে তার দুই সঙ্গীকে ডাকতে লাগল, 'প্রিয় ভাইয়েরা, এদিকে এসো। আমার কাছে এসো। আমি পথের নকশা পেয়ে গেছি। আল্লাহ আমাদের মুক্ত করেছেন। হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা, তোমরা দেখো। তোমরা দেখো। এ হচ্ছে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের হওয়ার রাস্তা। তোমরা আকাশ থেকে নেমে আসা এ আলোর ফোয়ারা দেখো।

এ আলো মুক্তির পথের দিশা দিচ্ছে। মুক্তি...মুক্তি...!'

তার সে দুই বন্ধুর কথা বলি। তাদের একজন পৃথিবীতে আগমন করা তারকার মাঝে কোনো অভিনবত্ব, কোনো কল্যাণ দেখল না। কারণ তার অন্তর ছিল রুগ্‌ণ। তাকে ডাকা সত্ত্বেও সে কোনো রকম দিশা দেখানো আলো দেখতে পেল না। তার ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে তার চোখে পর্দা পড়ে ছিল। তার মরচে ধরা অন্তরে কোনো রকম আলোর প্রতিফলন হলো না। তাই আলো পাওয়া বন্ধুটির কথা বিশ্বাসই করল না সে। বরং তাকে পাগল ঠাওরাল আর মরুভূমির

অন্ধকারে অন্ধের মতো পথ হাতড়ে বেড়াতে লাগল। আর অন্যজন পথপ্রদর্শক আলোর কথা বিশ্বাস করল।

﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾

'আল্লাহ যাকে আলো দান করেন না, তার জন্য কোনো আলো নেই।'[১১]

এরপর পথ খুঁজে পাওয়া দুই বন্ধু আলোর পথে হেঁটে চলল। তাদের একজন হচ্ছে অনুসৃত, আরেকজন অনুসরণকারী। এখানে অনুসৃত বন্ধুটি হলো সে দায়ি, যে আল্লাহর আলোর মাধ্যমে পথ দেখে এবং রবের প্রজ্ঞার আলোতে পথ চলে। এ জন্য সে কষ্ট করেছিল। পরিশ্রম করে আলো পেয়েছিল। দ্বিতীয় জন হচ্ছে বন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আলোর প্রতি বিশ্বাসকারী। যে আলোতে সে পথ দেখেছে এবং দিশা পেয়েছে দিশাহীন মরুভূমিতে। কিন্তু চলার পথে কখনো কখনো সে হোঁচট খায়, ভুল-ত্রুটি করে বসে। কারণ শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দেয়, তার মনে অনর্থক দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করে। তার কাছে শয়তানের ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার মতো শক্তি ও বল থাকে না, কেবল ততটুকু জ্ঞান ও শক্তি থাকে, যতটুকু তার বন্ধু থেকে সে পেয়েছিল।

দুই বন্ধু যখন নিশ্চিন্তে পথ চলছে। তখন অনুসরণকারী পথ দেখানো বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে, 'আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জানতে চাইছি, তুমি কীভাবে এ পাথরের মর্ম বুঝলে, তার মাঝে যে এত মূল্যবান আলো আছে, তা কীভাবে বুঝলে!'

আলোর ধারক ভাবল, বিষয়টা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তাই সে পাথরের এক টুকরো তার হাতে দিল। লোকটা পাথরের প্রচণ্ড তাপ অনুভব করল। তার হাত জ্বলে উঠল। এক হাত থেকে আরেক হাতে নিতে থাকল পাথরখণ্ডকে। উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে ফিরিয়ে দিল সে। কিন্তু আলো পাওয়া ব্যক্তিটি প্রশান্তি ও স্থিরতার সাথে জ্বলন্ত পাথরটা ধরল। এ দেখে অবাক হয়ে সে লোকটি জানতে চাইল, 'তুমি আগুনের জ্বলন্ত পিণ্ড হাতে ধরে আছ!'

সে বলল, হ্যাঁ। ব্যাপারটি কষ্টকর—আগুনের পিণ্ড ধরার মতো। কিন্তু কষ্টের পরেও অন্তরে যে আনন্দ অনুভূত হয়, যে স্বাদ অনুভূত হয়, যে সৌভাগ্য পাওয়া

১১. সূরা আন-নূর, ২৪ : ৪০।

যায়, তার সাথে দুনিয়ার কোনো কিছুর তুলনা চলে না। এ অতুলনীয় আনন্দ ও স্বাদের অনুভূতি শরীরের কষ্ট নিমিষেই শেষ করে দেয়। আগুনের তাপে জ্বলে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেয়। ইমান ও জজবার উত্তাপ কুফর, ফুসুক ও পাপের উত্তাপ থেকে হাজার গুণ বেশি।

যদি কুফর, ফুসুক ও পাপ থেকে আসা উত্তাপের ওপর ইমানের উত্তাপ আপতিত হয়, তবে নিরাপদ হয়ে যায়, মুমিনের অন্তর পৃথিবীর এ অগ্নিপিণ্ডের জ্বলন সহ্য করে নেয়।

﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ - قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ - وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾

'তারা বলল, "তাকে পুড়িয়ে মারো আর তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য করো—যদি তোমরা কিছু করতেই চাও।" আমি বললাম, "হে আগুন, তুমি ইবরাহিমের জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও।" তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আমি তাদেরকেই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে ছাড়লাম।'[১২]

হ্যাঁ। শোনো আলোর পথে আমার সহযাত্রী, ফিতনার এ সময়ে কুরআনকে আঁকড়ে ধরা কষ্টকর। জ্বলন্ত আগুনের পিণ্ড ধরে রাখার মতো। ইলম শেখা, তাজকিয়া শেখা, শিক্ষা গ্রহণ করা, এ ব্রত নিয়ে একাকী রাতে আল্লাহর পথে চলা কষ্টকর। এ আলো প্রজ্বলিত করার তত্ত্বাবধায়ক আল্লাহ। তাঁর ওহির গোপন মর্ম বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তিনিই নিলেন। কুরআনের মাধ্যমে মুমিনের আত্মাকে সিক্ত করা ও কুরআনের আলোতে মুমিনের অন্তরকে আলোকিত করার ভার তিনিই নিলেন। এ আলোই জীবন। জীবনের মূল। ভালোবাসাপ্রার্থীদের অন্তরের খোরাক। এ আলো ওখান থেকে আসে। রহমানের কাছ থেকে—মহান মালিক, মহান দাতা ও পরম দাতা আল্লাহর কাছ থেকে।

কুরআনের মাহাত্ম্যের কথা শুনে নিশ্চয় তোমার অন্তর জাগ্রত হয়েছে। তুমি এর মাহাত্ম্য নিয়ে চিন্তা করো। চিন্তা করে দেখো, মহান ফেরেশতা জিবরিল

১২. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৬৮-৭০।

ﷺ-এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওহি পাওয়ার বিষয়টি। এ মাধ্যমেই তো রাসুল ﷺ সম্মানিত কুরআন পেয়েছেন। আল্লাহর ওহি পেয়েছেন। এ মাধ্যমেই তো তিনি অনেক ইমানি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন বিবিধ স্তরের রুহানি বিষয়।

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى - مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى - وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى - عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى - ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى - وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى - ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى - فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى - فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى - مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى - أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى - وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى - عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى - عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى - إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى - مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى - لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾

'শপথ তারকার, যখন তা অস্ত যায়। তোমাদের সঙ্গী গোমরাহও নয় আর ভুলপথে পরিচালিতও নয়। আর সে মনগড়া কথাও বলে না। তা তো ওহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। তাকে শিক্ষা দেয় শক্তিশালী, প্রজ্ঞার অধিকারী (জিবরিল) সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়ে ছিল। আর সে ছিল ঊর্ধ্ব দিগন্তে। অতঃপর সে (নবির) নিকটবর্তী হলো, অতঃপর আসলো আরও নিকটে; ফলে [নবি (ﷺ) ও জিবরিলের মাঝে] দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা আরও কম। তখন (আল্লাহ) তাঁর বান্দার প্রতি ওহি করলেন যা ওহি করার ছিল। (নবির) অন্তকরণ মিথ্যে মনে করেনি, যা সে দেখেছিল। সে যা দেখেছে, সে বিষয়ে তোমরা কি তার সঙ্গে বিতর্ক করবে? অবশ্যই সে (নবি) তাকে (জিবরিলকে) আরেক বার দেখেছিল সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে, যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত। যখন গাছটি যা দিয়ে ঢেকে থাকার তা দিয়ে ঢাকা ছিল। (তার) দৃষ্টি অন্য দিকে যায়নি এবং সীমাও ছাড়ায়নি। সে তার প্রতিপালকের বড় বড় নিদর্শন দেখেছিল।'[১৩]

১৩. সুরা আন-নাজম, ৫৩ : ১-১৮।

কুরআন পরশপাথর। কুরআন মহিমান্বিত সে তারকা, যে তারকা এ পৃথিবীতে নেমে এসেছে আমাদের আলোকিত করতে। এখনো যারা এ পাথর ঘষে, তারা নিজেদের অন্তরে পবিত্র আলো জ্বালাতে পারে। এখনো যারা আত্মিকভাবে আন্তরিকভাবে চেষ্টা-সাধনা করে, এর মর্মবাণীকে নিজেদের চরিত্র বানায়, এর হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন করে, তাদের অন্তরে আলো জ্বলে ওঠে। সে আলোর ফোয়ারা ধীরে ধীরে দিনে দিনে উন্নত থেকে উন্নততর হয়। তার আলো একসময় আকাশ-সমান উচ্চতায় পৌঁছে যায়। তাকে নিয়ে যায় আলোর আসল উৎসের দিকে। তার আসল অবস্থান লাওহে মাহফুজের দিকে। চলতে থাকে তাঁর দিকে, যাঁর কাছ থেকে এসেছে। সুসংবাদ তার জন্য, যে কুরআনের রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে, যে কুরআনের সরোবরে অবগাহনে নিজের অন্তরকে সিক্ত করে, কুরআনের মর্মবাণীর মাধ্যমে নিজেকে সজ্জিত করে, অতঃপর জমিনের বুকে চলাফেরা করে কুরআনের আলো নিয়ে।

হ্যাঁ। কুরআন হচ্ছে ওহি। কুরআন হচ্ছে সে জিনিসটি, যেটি তার পাঠককে সরাসরি আসমানি দলের সাথে যুক্ত করে দেয়। সেটা প্রথম পড়া শব্দটি থেকেই। কুরআনের সঙ্গী হওয়ার ফলে এ জগৎ ও অদৃশ্যের জগতে সম্মানিত হয় সে। কুরআনের পর্যবেক্ষণ স্পষ্ট ও চাক্ষুষ। কুরআনের বাস্তবিক বর্ণনায় কোনো ধরনের খাদ নেই। একেবারে নিখুঁত পরিষ্কার। এতে নেই কোনো দাগ; নেই কোনো কুসংস্কার; নেই কোনো কমতি বা ঘাটতি। এ যে সত্যকে মিথ্যা থেকে পার্থক্যকারী আলো। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন :

﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾

'তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে (অন্তরের) আলো এসে পৌঁছেছে। যে লোক (এই আলো দিয়ে) দেখবে, তাতে তার নিজেরই কল্যাণ হবে; আর যে অন্ধ থাকবে, তার অকল্যাণ তার ঘাড়েই পড়বে। আমি তোমাদেরকে পাহারা দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হইনি।'[১৪]

১৪. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১০৪।

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তিনি তোমাদের ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি প্রদান করবেন, তোমাদের দোষ-ত্রুটি দূর করে দেবেন, তোমাদের ক্ষমা করবেন, আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।'[১৫]

হ্যাঁ! এ সেই কুরআন। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহি। কে আছ, পরশপাথর থেকে উপকার নেবে? কে আছ, তার মর্মবাণী থেকে আলো গ্রহণ করবে? যে গ্রহণ করবে, সে উচ্চতম স্থানে নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে পারবে। আশা করা যায়, সে উন্নত হবে। তার দূরদৃষ্টি বাড়বে। দিশাহীনতা থেকে মুক্তি পাবে। পথের দিশা পাবে।

জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে ধরে রাখা তুমি!
আকাশপানে তাকিয়ে থাকা তুমি!

তোমাকে বলছি, এই ওহি, এই কুরআনই তোমার পরশপাথর, তোমার আলোর উৎস। এসো, গ্রহণ করো।

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

'হে মুমিনগণ, ধৈর্য অবলম্বন করো, দৃঢ়তা প্রদর্শন করো, নিজেদের প্রতিরক্ষাকল্পে পারস্পরিক বন্ধন মজবুত করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।'[১৬]

এইটুকুই বলার ছিল। বাকি আল্লাহর তাওফিক। আল্লাহ যাকে চান, তাকে তাওফিক দেন।[১৭]

---

১৫. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ২৯।
১৬. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ২০০।
১৭. হাজিহি রিসালাতুল কুরআন, শাইখ ফরিদ আনসারি। ছোট কলেবরের এ বইটি বেশ উপকারী।